সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৪০তম বর্ষ ■ প্রথম সংখ্যা ■ বৈশাখ-১৪২৪ ■ পৃষ্ঠা ৮

২ রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ২ হাজার.....

৩ বরিশালের রহমতপুরের আঞ্চলিক কৃষি....

৫ রাজশাহীর পবায় বিদেশে আম....

৬ বাগমারায় ৩ হাজার ৬৫০ জন........

৭ বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা .....

কৃষির মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণের কাজকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

–মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

কৃষির মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণের কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। তিনি বলেন, আমরা যেন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি কৃষিতে বাণিজ্যিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণে সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারি এবং স্বগর্বে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। ২ মে ২০১৭ তারিখে ঢাকার ফার্মগেটের খামারবাড়ির আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিল্কী অডিটরিয়ামে নবনিয়ুক্ত ৩৫তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

৩৫তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

চীন সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে কৃষি যন্ত্রপাতি হস্তান্তর

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

চীন সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে কৃষি যন্ত্রপাতি হস্তান্তর ও গ্রহন অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌ এবং সম্মানিত চীনা রাষ্ট্রদূত Mr. Ma Mingqiang

কৃষির উন্নয়নে চীন সরকার বাংলাদেশ সরকারকে ৬ হাজার ৪টি কৃষি যন্ত্রপাতি হস্তান্তর করেছে। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি মোতাবেক এই যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। চীনা অনুদানে প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো হস্তান্তর ও গ্রহণের আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ সকাল ১০টায় ঢাকার ফার্মগেটের আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকীর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাওর অঞ্চল পরিদর্শন করলেন কৃষি সচিব

–কাজী গোলাম মাহবুব, কৃতসা, ময়মনসিংহ

অতি বৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও বাঁধ ভাঙার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নেত্রকোনা জেলার ফসলি জমি ও হাওর অঞ্চল পরিদর্শন করেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌ গত ৪ এপ্রিল অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও বাঁধ ভাঙার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি প্রত্যক্ষ করতে নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার ডিঙ্গা পোতা হাওর পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি হাওরে আবাদকৃত ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সাথে ক্ষতির কারণ ক্ষতির প্রভাব এবং তার প্রতিকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তিনি মোহনগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ২ হাজার ৭৩০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পেল আউশ প্রণোদনা

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

১২ এপ্রিল, ২০১৭ রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ এবং রাসায়নিক সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-১। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মেয়র এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো. জাহিদ নেওয়াজ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী, এমপি তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের দেশের অধিক জনসংখ্যা মোকাবেলা করতে হলে আউশ আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। এ ছাড়া বরেন্দ্র অঞ্চলে আউশ আবাদ করলে যথাযথভাবে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা যায়। এতে মূল্যবান ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কম হয় এবং পরিবেশ ভালো থাকে। তিনি আরও বলেন, কৃষিবান্ধব সরকারের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করায় আমাদের দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি কৃষকদের আরও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে খরিফ-১/২০১৭-১৮ মৌসুমে উপজেলার ২ হাজার ৭৩০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৫ কেজি উফশী ধান বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি এমওপি, ১০ কেজি ডিএপি ও মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে ৪০০ টাকা এবং নেরিকা ধান চাষিদের মধ্যে ১০ কেজি নেরিকা ধান বীজ ও একই পরিমাণ সার এবং মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে ৮০০ টাকা করে প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ তৌফিকুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় শতাধিক কৃষক-কৃষাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রণোদনা উপকরণ বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী

বান্দরবানে বৈশাখী কৃষি মেলা ১৪২৪ অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ উপলক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় রাজার মাঠে তিন দিনব্যাপী 'বৈশাখী কৃষি মেলা-১৪২৪' এর শুভ উদ্বোধন হয় ১৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে। পয়লা বৈশাখের প্রত্যুষে মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উসেশিং। এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক অতিক্রম করার পর অতিথিবৃন্দ মেলার স্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় পার্বত্য এলাকার উপযোগী লাগসই ও লাভজনক বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি, কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষি পণ্য, পার্বত্য এলাকায় উৎপন্ন বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করা হয়। বৈশাখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মেলায় কৃষি তথ্য সার্ভিস রাঙ্গামাটি অঞ্চলের পক্ষ থেকে কৃষি প্রযুক্তি ও

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় 'বৈশাখী কৃষি মেলা ১৪২৪' এর শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি

সচেতনতামূলক ফিল্ম শো প্রদর্শন করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই খামারবাড়ি ঢাকার ক্রপস উইংয়ের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক কৃষিবিদ এম এ কুদ্দুস, ডিএই বান্দরবানের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ ড. আব্বাস মাহামুদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হারুন অর রশিদ। অনুষ্ঠানের শেষে মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষক এবং স্টলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মেলায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ২২টি বিষয়ভিত্তিক স্টল স্থান পায়।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের রিভিউ ওয়ার্কশপ ২০১৭ এর উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন, এসসিএ, গাজীপুর

৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে রাজধানীর ফার্মগেটের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)-এ প্রধান অতিথি হিসেবে রিভিউ ওয়ার্কশপ ২০১৭ এর উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক খোন্দকার মঈনউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মনজুরুল হান্নান ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন মোল্লা।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের রিভিউ ওয়ার্কশপ ২০১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

বারটানের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম

১২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউ-এর সেচ ভবনে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) ও বারটানের নির্বাহী পরিচালক মো. মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. মনজুরুল হান্নান। বারটানের সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ০৮-১২ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বরিশালের রহমতপুরের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে 'বারি পেয়ারা-২' এর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. শাহাদাত হোসেন, কৃতসা, বরিশাল

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের (আরএআরএস) আয়োজনে গত ৬ এপ্রিল বরিশালের রহমতপুরের আরএআরএস ফার্মে 'বারি পেঁয়ারা-২' এর ওপর কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আরএআরএস প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আব্দুল ওহাবের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার' প্রকল্পের পরিচালক ড. মোহাম্মদ আবু তাহের মাসুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, স্বাধীনতার পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ইচ্ছায় কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত হয়। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পেছনে এসব প্রতিষ্ঠানের অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনবেলা খাবার নিশ্চিত হলেও পুষ্টির চাহিদা পূরণে পরিবার থেকেই ফল ও সবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর এটি নিশ্চিত করতে হলে বসতভিটায় ব্যক্তি উদ্যোগে কিংবা বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারাসহ অন্যান্য ফলের বাগান স্থাপন করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ফল হিসেবে পেয়ারার গুণাগুণ সর্বজনস্বীকৃত। তিনি আরো বলেন, একমাত্র উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলই অর্থ, পুষ্টি, বিনোদন এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারে। প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আব্দুল ওহাব বলেন, স্বরূপকাঠীর পেয়ারা এবং আটঘর-কুড়িয়ানার পেয়ারা বাজার দক্ষিণের ঐতিহ্য। (৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলামে)

আইলাবিধ্বস্ত কয়রার মহারাজপুরে বোরোর বাম্পার ফলন

–মো. আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সাতক্ষীরার উদ্যোগে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা ও সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (বিএআরআই) খুলনার সহযোগিতায় গত ১২ এপ্রিল বেলা ১১টায় খুলনার কয়রা উপজেলার মহারাজপুর মাঠে লবণাক্ততা সহনশীল ব্রি-ধান৬৭ এর ব্লক প্রদর্শনীর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. তমাল লতা আদিত্য এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সাতক্ষীরার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো. ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (বিএআরআই) খুলনার ইনচার্জ ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. হারুনার রশীদ, কয়রা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. বদিউজ্জামান, কয়রা উপজেলা কৃষি অফিসার এস এম মিজান মাহমুদ ও জেলা পরিষদ সদস্য মো. জহুরুল হক। (৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলামে)

কুমিল্লাতে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–মো. আসিফ ইকবাল, কৃতসা, কুমিল্লা

কুমিল্লাতে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ১ দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ যুগল পদ দে, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ উইং এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব গোলাম মোহাম্মদ ও প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ শেখ মো. নাজিম উদ্দিন। কর্মশালায় ডিএই, ব্রি, বারি, বিজেআরআই, এসআরডিআই, বিএডিসি, বিনা, এআইএসের কর্মকর্তারা এবং প্রগতিশীল কৃষক, ট্রাক্টর ড্রাইভার, মেকানিক ছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কারিগরি সেশনে প্রকল্পের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকল্প পরিচালক তার বক্তব্যে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা প্রদান করেন পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিভাগের জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়াও তিনি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিস্তারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিনিধি তার বক্তব্যে কৃষি যন্ত্রপাতির স্পেয়ার পার্টসগুলোর সহজলভ্যতার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করেন।

কুমিল্লাতে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

কৃষির মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণের কাজকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা যখন দায়িত্ব পালন করেছি কখনোই আমরা খাদ্যাভাব হতে দেইনি এবং খাদ্য উৎপাদন বিশেষ করে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে কিছুটা বিপর্যয় হয়, তারপরও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এটা সারা পৃথিবীর স্বীকৃতি। কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে কৃষি সেক্টরকে নিয়ে কেউ ভাবেনি। বর্তমান সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাবারের চিন্তা দূর করেছে পাশাপাশি অন্যান্য সবকিছুতেই অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। হাওরের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, পাহাড়ি ঢল ও অতি বৃষ্টির কারণে এবার উৎপাদন কিছু কম হতে পারে তবে কেউ না খেয়ে থাকবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হতোদ্যম না হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে জলবায়ু সহনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন জাত আবিষ্কার করতে হবে।

কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম ও অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. গোলাম মারুফ। দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে ৩৫তম ব্যাচের ১৬১ জন নবীন কর্মকর্তা অংশ নেন।

চীন সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে কৃষি যন্ত্রপাতি হস্তান্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানে সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌ ও চীন সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত সম্মানিত চীনা রাষ্ট্রদূত Mr. Ma Mingqiang.

উল্লেখ্য, ১১ কোটি টাকা সমমূল্যের ১৩ ক্যাটাগরির যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে গ্রেইন কম্বাইন হারভেস্টার ১৮টি, সিড থ্রেসার/সেলার ১৬টি, হুইলড ট্রাক্টর ১১০টি, রোটারি টিলার ৫টি, সিডার মেশিন/হুইট সিডার ৫টি, রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার (রাইডিং ও ওয়াকিং) ২০টি, সিডলিং রেইজিং ট্রে ৫০০০টি, সাবমারসিবল পাম্প ২০টি, পাওয়ার টিলার/কালটিভেটর ৩০০টি, স্প্রেয়ার/মিস্ট ডাস্টার ৪০০টি, সিডার/গ্রেইন সিডার ১০০টি ও থ্রেসার ১০টি রয়েছে। চীন সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তির আওতায় ১৫০ মিলিয়ন আরএমবি ইউয়ান অনুদান প্রদানের লেটার অব একচেইঞ্জ প্রাথমিকভাবে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এবং চূড়ান্তভাবে ২০১৫ ও ২৫ মে ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এ অনুদানের অর্থ হতে ৯.৭ মিলিয়ন আরএমবি ইউয়ান কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি অনুদান হিসেবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পোর্ট পর্যন্ত পৌছানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। যন্ত্রপাতিগুলো ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত কনসাইনি হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শেখ মো. নাজিম উদ্দিন কাস্টমসহ যাবতীয় ক্লিয়ারেন্স সম্পন্ন করার পর যন্ত্রপাতিগুলো বিএডিসির চট্টগ্রামের কালুরঘাট গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী চীন সরকারের ৬ জনের একটি কারিগরি দল ডিএই, বিএডিসি ও বিএমডি এর ৪০ জন মেকানিককে যন্ত্রগুলো সংযোজন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের ওপর কারিগরি প্রশিক্ষণ দেন। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ সালে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২টি কার্যক্রম চিহ্নিত করে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাওর অঞ্চল পরিদর্শন করলেন কৃষি সচিব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় অংশগ্রহণকারীরা সচিব মহোদয়কে বাঁধ ভাঙন রোধে এবং বন্যা থেকে রেহাই পেতে বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করেন। এরপর তিনি জেলার মদন উপজেলাস্থতলার হাওর পরিদর্শন করেন।

কৃষি সচিব মহোদয়ের ক্ষতিগ্রস্ত হাওর অঞ্চল পরিদর্শনকালে তার সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম। পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ অমিতাভ দাস; এডিডিএই ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার জি এম সালেহ্‌ উদ্দিন; কৃষিবিদ বিলাস চন্দ্র পাল, ডিডিএই নেত্রকোনা প্রমুখ। উল্লেখ্য, নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মাঠে দণ্ডায়মান মোট ১৮৪৩২ হেক্টর ফসলি জমির মধ্যে ১৩৫৫৫ হেক্টর অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও বাঁধ ভাঙার কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়।

আইলাবিধস্ত কয়রার মহারাজপুরে বোরো বাম্পার ফলন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

লবণাক্ততা সহনশীল ব্রি-ধান৬৭ এর ব্লক প্রদর্শনীর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন ব্রি, গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. তমাল লতা আদিত্য

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. তমাল লতা আদিত্য বলেন, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতের পর এ বছর অবধি কয়রার কৃষি নির্ভর এ অঞ্চলে কৃষি বলতে শুধু আমন ধানকে বুঝায়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সাতক্ষীরার উদ্যোগে এবং ডিএই খুলনার মাধ্যমে লবণাক্ততা সহনশীল ব্রি ধান৬৭ চাষাবাদের ওপর ৬০ জন কৃষককে আধুনিক পদ্ধতিতে ধান উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে মহারাজপুর এলাকার কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৬৭ ফলিয়ে এলাকায় রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলেছেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ বলেন, লবণাক্ততা সহনশীল ব্রি ধান৬৭'র অবমুক্তির পর ব্রি, সাতক্ষীরার সহযোগিতায় এই প্রথম মহারাজপুরের এ মাঠে ৩৯ বিঘা জমিতে চাষ করে হেক্টরপ্রতি ৬.১ টন ফলন পাওয়া গেছে। তিনি পরবর্তী বছর এ মাঠসহ আশপাশের এলাকায় ব্রি ধান৬৭ এর আবাদ আরো বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন।

মাঠ দিবসে শতাধিক কৃষক-কৃষাণী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রিন্ট ও ইলেট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিসহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগের (বিএআরআই) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালের রহমতপুরের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে 'বারি পেয়ারা-২' এর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বরিশালের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে 'বারি পেয়ারা-২' এর মাঠ দিবসে কৃষকসহ অতিথিবৃন্দ

নতুন ফল বাগান স্থাপন কিংবা পুরনো গাছ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে বারি পেয়ারা-২ কে অগ্রাধিকার দিতে উপস্থিত সবাইকে তিনি আহ্বান জানান।

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রাশেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই বরিশালের উপপরিচালক রমেন্দ্র নাথ বাড়ৈ, পিরোজপুরের উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন তালুকদার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. গোলাম কিবরিয়া, নলছিটি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান, বরিশাল সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাবিনা ইয়াছমিন, স্বরূপকাঠীর উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সুকলাল হালদার, কৃষক মাহবুব মোল্লা এবং কৃষাণী রেহানা বেগম। আলোচনা অনুষ্ঠানের আগে কৃষকসহ অতিথিবৃন্দ বারি পেয়ারা-২ এর বাগান পরিদর্শন করেন। এ সময় বিজ্ঞানীরা এর চাষাবাদ কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেন। অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ ২ শতাধিক কৃষাণ-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীর পবায় বিদেশে আম রপ্তানির লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ আম চাষিদের প্রশিক্ষণ

–শফিকুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীর পবায় বিদেশে আম রপ্তানির লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ আম চাষিদের প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএমডিএর চেয়ারম্যান ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী

০৪/০৪/১৭ইং তারিখ পবা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি অফিসের যৌথ উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বিদেশে আম রপ্তানির লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ আম চাষিদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ১০০ জন চুক্তিবদ্ধ আমচাষি অংশ নেন।

রাজশাহী বিএমডিএর চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ফলের রাজা রাজশাহীর সুমিষ্ট সুস্বাদু আম শুধু রাজশাহী বা দেশেই খ্যাত নহে। এ অঞ্চল খ্যাত আম এখন দেশের বাইরে রপ্তানি হচ্ছে এবং বৈদেশিক অর্থার্জনে আমচাষিরা বেশ লাভবান হচ্ছেন। কাজেই বিদেশে আম রপ্তানি করতে হলে নিখুঁত রোগ-পোকামুক্ত দাগহীন রঙিন ও গ্রেডিং করে ভালো মানের আম পাঠাতে হবে। তাই এখন থেকে আম বাগান ও আম ফলের সঠিক যত্ন-পরিচর্যা নিতে হবে। এ বিষয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞ বা ফল বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিতে উপস্থিত চুক্তিবদ্ধ ফলচাষিদের এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা কৃষি বিভাগের উপপরিচালক কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী ও পবা উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোছা. খায়রুন্নেছা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পবা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ একে এম মনজুরে মাওলা। তিনি বিদেশে আম রপ্তানির জন্য আমচাষিদের বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেন।

বিনা চাষে রসুন চাষ করে লাভবান নাটোরের চাষিরা

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

নাটোরের চলন বিলাঞ্চলে 'সাদা সোনা' খ্যাত রসুন তোলা শেষ। চলতি মৌসুমে রসুনের আকার ও গুণগত মান ভালো হওয়ায় ফলন এবং দাম দুটিই সন্তোষজনক। চলতি মৌসুমে নাটোর জেলায় প্রায় ২৫০০০ হেক্টর জমিতে এই পদ্ধতিতে রসুন চাষ হয়। এবার তেমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকায় এবং লাগাতার কৃষি বিভাগের পরামর্শে কৃষকের আশাতীত ফলন পেয়েছে। এখন কৃষক-কৃষাণীরা শুকানো এবং বাজারজাতকরণের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছে।

কৃষিবিদ মো. আবদুল করিম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, গুরুদাশপুর, নাটোর জানান, বন্যার পানি নেমে গেলে জমির আগাছা পরিষ্কার করে রসুনের কোয়া রোপণ করা হয়। পরবর্তীতে ধানের খড় দ্বারা জাবড়া বা মালচিং করা হয়। প্রয়োজনবোধে সেচ দেয়া হয়। এভাবে বিনাচাষে রসুন উৎপাদন করা যায় এবং উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তিনি আরো জানান, প্রতি বিঘা জমিতে ২৫-৩০ কেজি টিএসপি, ২৫-৩০ কেজি এমওপি এবং ১৫ কেজি জিপসাম সার ছিটানোর পর দুই একদিনের মধ্যে নরম জমিতে লাইন করে রসুন বীজ বপন করা হয়। প্রযুক্তিটি এই উপজেলায় খুব জনপ্রিয়। এ বছর চাষিরা বিঘা প্রতি গড়ে ৪০-৪২ মণ ফলন পেয়েছে। এবার প্রতিমণ আধা-ভেজা রসুন বিক্রি হচ্ছে ২৮০০-৩০০০ টাকায় এবং শুকনা রসুন প্রায় ৩৫০০-৩৬০০ টাকায়। এ ছাড়া সাথী ফসল হিসেবে রসুনের সাথে বাঙি এবং তরমুজ চাষ করা যায় বলে পদ্ধতিটি খুব লাভজনক। মসলা উৎপাদনের এই চিত্র বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত শুভকর। এই উপজেলা হতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপুল পরিমাণে বিনাচাষে উৎপাদিত রসুন বাজারজাত করা হয়।

বাগমারায় ৩ হাজার ৬৫০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীর বাগমারায় উফশী ও নেরিকা আউশ প্রণোদনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ০৯-০৪-২০১৭ তারিখ রোববার ভবানীগঞ্জ নিউ মার্কেট মিলনায়তনে এ প্রণোদনার উদ্বোধন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাছরিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রণোদনার উদ্বোধন করেন রাজশাহী-৪ বাগমারা আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো. এনামুল হক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট. জাকিরুল ইসলাম সান্টু, ভবানীগঞ্জ পৌর মেয়র আব্দুল মালেক মণ্ডল।

অনুষ্ঠানে খরিফ-১/২০১৭-১৮ মৌসুমে উপজেলার ৩ হাজার ৬৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৫ কেজি উফশী ধান বীজ , ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি এমওপি, ১০ কেজি ডিএপি ও মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে ৪০০ টাকা এবং ৬৯০ জন কৃষকের মধ্যে ১০ কেজি নেরিকা ধান বীজ ও একই পরিমাণ সার এবং মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে ৮০০ টাকা করে প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। উপজেলা ১৬টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌর এলাকার মোট ৪ হাজার ৩৪০ কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে এসব কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. রাজিবুর রহমান।

বাগমারায় ৩ হাজার ৬৫০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

কুমিল্লাতে আঞ্চলিক গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

–মো. আসিফ ইকবাল, কৃতসা, কুমিল্লা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (ওএফআরডি), কুমিল্লার আয়োজনে আঞ্চলিক গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭ শীর্ষক ২ দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা গত ২৫-২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে, কুমিল্লার আড়াইওড়ায় অবস্থিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার, বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ যুগল পদ দে ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) পরিচালক গবেষণা ড. মো. লুৎফর রহমান, সভাপতিত্ব করেন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ কে এম শামছুল হক।

কর্মশালায় সম্প্রসারণ, গবেষণা সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও কৃষক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও গবেষণা কৃষি

কুমিল্লাতে আঞ্চলিক গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

প্রতিষ্ঠানসমূহের মৌলিক, প্রায়োগিক ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে দেশের কৃষির উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিএডিসির কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিভাগের জেলা, উপজেলা ও ব্লকপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়াও পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজনশীল ফসলের জাত উন্নয়ন ও কৃষকদের কাছে পরিচিত করার জন্য কৃষিবিদদের কাছে আহ্বান জানান। সভাপতি তার বক্তব্যে গবেষণা-সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের কর্মশালায় অংশগ্রহণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

রাঙ্গামাটিতে ধানের সার্ভিলেন্স বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙামাটি

সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আয়োজনে ৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে কর্মকর্তাদের ধানের সার্ভিলেন্স বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের উপপরিচালক (সার্ভিলেন্স অ্যান্ড ফোরকাস্টিং) কৃষিবিদ জাকিয়া বেগম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ আবুল কাশেম, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ ড. আব্বাস মাহামুদ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির মুখ্য প্রশিক্ষক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা। (৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে)

রাঙ্গামাটিতে কর্মকর্তাদের ধানের সার্ভিলেন্স বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের উপপরিচালক (সার্ভিলেন্স অ্যান্ড ফোরকাস্টিং) কৃষিবিদ জাকিয়া বেগম

পুষ্টি কর্নার : কাঁঠাল

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। কাঁঠালে প্রচুর শর্করা, আমিষ ও ক্যারোটিন রয়েছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁঠালে জলীয় অংশ ৮৮.০ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ১.১ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৪৮ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.৮ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ১৮.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৫ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৪৭০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.১১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.১৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ২১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কাঁঠালের শাঁস ও বীজকে চীন দেশে বলবর্ধক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাঁঠালের পোড়া পাতার ছাইয়ের সঙ্গে ভুট্টা ও নারিকেলের খোসা একত্রে পুড়িয়ে নারিকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ঘা বা ক্ষতস্থানে ব্যবহার করলে ঘা শুকিয়ে যায়। শিকড়ের রস জ্বর এবং পাতলা পায়খানা নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। চাষাবাদের জন্য উন্নত জাতের মধ্যে রয়েছে বারি কাঁঠাল-১, বারি কাঁঠাল-২ ও বাউ কাঁঠাল-১। কাঁঠালকে কোষের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো খাজা, আদরসা ও গালা। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কাঁঠালের চাষ হয়। তবে ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, মৌলভীবাজার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া উল্লেখযোগ্য। কাঁচা ফল তরকারি, পাকলে ফল হিসেবে এবং বীজ ময়দা ও তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাঁঠালের ভোতা ও মোথা গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়।

রাঙ্গামাটিতে ধানের সার্ভিলেন্স বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

(৬ নং পৃষ্ঠার পর)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ তপন কুমার পালের উপস্থাপনায় প্রশিক্ষণের শুরুতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের ফসলের সার্ভিলেন্স বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বআরোপ করে সূচনা বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ জাকিয়া বেগম। তিনি বলেন, ফসল উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় হলো ফসলের রোগ ও পোকামাকড়। আমাদের দেশে অতন্দ্র জরিপ ও পূর্বাভাস সিস্টেম উন্নত দেশের মতো অতটা শক্তিশালী নয়। বর্তমানের খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষ অতন্দ্র জরিপ ও পূর্বাভাস সিস্টেমের কোনো বিকল্প নেই। সে উদ্দেশ্যে ধানের সার্ভিলেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং শক্তিশালী অতন্দ্র জরিপ ও পূর্বাভাস সিস্টেম গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষণে রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN)

(সাত বছরের সাফল্য)

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, কৃতসা, ঢাকা

জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২০০৯-১৫ খ্রিঃ ৭ বছরের বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- **খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন :** উল্লেখিত মেয়াদে এ বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা/ উপজেলায় ৮৮৬টি ব্যাচে ২৬,৫৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- **খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন :** উল্লেখিত মেয়াদে ২১টি ব্যাচে দেশের বিভিন্ন জেলা/ উপজেলায় কর্মরত কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা ও এনজিও নির্বাহীসহ মোট ৬১৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- **মানব দেহে রঙ ও রাসায়নিকদ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের সম্ভাব্য প্রভাব শীর্ষক ১ দিনব্যাপী কর্মশালা বাস্তবায়ন :** উল্লেখিত মেয়াদে এ বিষয়ে ১৪টি সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত এসব কর্মশালায় মোট ৫৫৬ জন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন উপজেলার ১২টি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়। এতে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর মোট ১১৬৫ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।
- **গণমাধ্যমের সাহায্যে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি :** গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষিবিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাকসবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বিগত ৭ (সাত) বছরে মোট ১৪৪টি কথিকা সম্প্রচার করা হয়।
- বর্তমান সরকারের আমলে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন -২০১২ পাস হয়েছে এবং ১৯ জুন ২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- ৫৬০০ পরিবারের মধ্যে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির ৯৪ কেজি বীজ ও ২৪,৪২০টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে বারটানের কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়সহ বরিশাল, নোয়াখালী, সিরাজগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ-এ ৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে চলমান আছে।
- বিশ্ব ও আঞ্চলিক অবস্থার পরিবর্তন ও দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় স্থাপনের জন্য ১০০ (একশত) একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিভিন্ন শাখা এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৪.০৮.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় বারটান প্রধান কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে অধিগ্রহণকৃত জমিগুলোতে ১৭৮.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। এ ছাড়া নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত সুবর্ণচর উপজেলার চরমজিদ মৌজায় ১০.১০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য গত ২৫/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জেলা প্রশাসক নোয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে, তারই প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী আগামী ২০/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে উক্ত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের সভা আহ্বান করেছেন। ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে উল্লেখিত আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম অন্তর্ভুক্ত করে জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

নাটোরের সিংড়ায় আউশ প্রণোদনা উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

–মো. শফিকুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

নাটোরের সিংড়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে আউশ প্রণোদনা বিতরণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি

১৬ এপ্রিল/২০১৭ খ্রিঃ সকাল ৮ টায় নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে চলতি খরিফ-১/২০১৭-২০১৮ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র-ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে আউশের প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিংড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম শফিক এবং সিংড়া পৌরসভার মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মুশফিকুর রহমান।

প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিংড়া উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. সাজ্জাদ হোসেন ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে অপরদিকে কল-কারখানা ও বসতবাড়ি নির্মাণের ফলে আবাদি জমির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে কমছে। আমাদের ক্রমবর্ধমান বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য অল্প জমি থেকে আধুনিক ও উন্নত জাত এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমাদের পানির স্তর ক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছে। তাই ফসল উৎপাদনে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে হবে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার বিগত বছরের মতো এবারও নাটোর জেলায় আউশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭টি উপজেলায় মোট ১,২০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে আউশের প্রণোদনা প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এরই অংশ হিসেবে সিংড়া উপজেলায় ৪৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে আউশ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। তিনি প্রণোদনার বীজ ও সার গ্রহণ করে আউশের আবাদ বৃদ্ধির জন্য উপস্থিত সবার কৃষকের প্রতি আহ্বান জানান। নাটোর জেলার আউশ প্রণোদনা কর্মসূচির আলোকে সিংড়া উপজেলায় ৪৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রতিটি কৃষকদের মধ্যে ১ বিঘা উফশী আউশ আবাদের সহায়তা হিসেবে বি আর-২৬, ব্রি-ধান-৪৮ জাতের ৫ কেজি আউশ ধানের বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি হারে এমওপি সার প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা হয়।

এ ছাড়াও প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় সেচ প্রদান, আগাছা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যেক উফশী আউশ ধান চাষি ৪০০ টাকা পাবেন। এই টাকা বিকাশ মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

নওগাঁর বদলগাছীতে ৫২০ জন কৃষকের মধ্যে আউশ প্রণোদনা বিতরণ

–মো. দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

নওগার বদলগাছী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ১০ এপ্রিল ২০১৭ উপজেলা কৃষি অফিস হলরুমে চলতি আউশ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি পুনর্বাসন কর্মসুচি আওতায় বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মো. ছলিম উদ্দিন তরফদার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বদলগাছী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোস্তফা অলি আহম্মেদ রুমী চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বদলগাছী উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব মো. হুসাইন শওকত।

শুরুতে বদলগাছী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. হাসান আলী তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বিগত বছরের মতো চলতি আউশ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে উফশী আউশ ধান চাষে ১ বিঘার জমির জন্য ৫ কেজি বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি এবং সেচ ও আগাছা দমন বাবদ ৪০০ টাকা এবং নেরিকার জন্য ১০ কেজি বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি এবং সেচ বাবদ ৪০০ টাকা ও আগাছা দমন বাবদ ৪০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে উপজেলার উফশী আউশ ধান চাষে ৭৫০ জন এবং নেরিকা ধান চাষে ৪০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে আউশ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। দেশের এই খাদ্য চাহিদা মেটাতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে বোরো ধানের পাশাপাশি আউশ ধানের আবাদ বাড়াতে হবে। তাই বর্তমান সরকারের এই প্রণোদনার সহায়তা কাজে লাগিয়ে আউশ ধান চাষ বৃদ্ধির আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে ফলে বোরো ধানের পাশাপাশি আউশ ধানের চাষও বাড়াতে হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, প্রণোদনা সহায়তাগ্রহণকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ প্রায় ৭০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সমুগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা এসএম জহির রায়হান।

প্রণোদনা উপকরণ বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মো. ছলিম উদ্দিন তরফদার

সম্পাদক: কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: মো: ছগির হোসেন, কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) মো. নুর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত